

94Page

মোশি ১

-14th story-

বক্তা: ইস্রায়েলীয়রা মিশরে 400 বছর ধরে বাস করছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেখানে বাস করতে আসা ইস্রায়েলিরা মিশরে পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু মিশরে ইস্রায়েলের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মিশরের রাজা উদ্ভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

ফরোঁন: ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা মিশরীয়দের সংখ্যা থেকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে আমরা হত পরাজিত হতে পারি।

বক্তা: আর তাই ফরোঁন ইস্রায়েলীয়দের আঘাত করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে তাদের দিয়ে দাসত্ব করতে লাগল।

মিশরীয়রা: তাড়াতাড়ি! দ্রুত! আমাদের আরও ইট লাগবে! তুমি কি করছ সেখানে? এহ!! (মারাত্মক! আঘাত!)

মানুষ।। আ!...আ!.....আ!

মহিলা: প্রভু, আমাদের বাঁচান! মিশর থেকে আমাদের বাঁচান!

বক্তা: মিশরের দাস হিসাবে ইস্রায়েলীয়দের বিশ্রামের সময় ছিল না। মিশরীয়দের আদেশ অনুসারে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু মিশরীয়রা যত বেশি ইস্রায়েলীয়দের উপর অত্যাচার করেছিল ততই ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইস্রায়েলীয়রা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বক্তা: তারপরে একদিন ফরোঁন সমস্ত ধাত্রীদেরকে ডাকল। ধাত্রীরা হল যারা জন্মকালীন সময়ে জন্মের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন।

ফরোঁন: ইস্রায়েলের কোন মহিলা যদি কন্যা সন্তান রাখে তবে সে তাকে থাকতে দাও, কিন্তু যদি কোনও পুত্রসন্তান হয় তবে তোমরা ছেলেটিকে নীল নদে ফেলে দেবে!

বক্তা: কিন্তু যেসব ধাত্রীদের ঈশ্বরের ভয় ছিল তারা পুত্র সন্তানদের বাঁচিয়েছিল। এবং তাই ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন। ফরোঁন ইস্রায়েলীয়দের চিরকালের জন্য তাঁর দাস হিসাবে রাখার ইচ্ছা করেছিল কিন্তু ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কান্নাকাটি ও প্রার্থনা শুনে তাঁর লোকদের বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

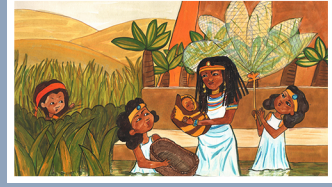
বক্তা: একদিন একজন ইস্রায়েলীয় স্ত্রীলোকের একটি ছেলে হল। ছেলেটি এত সুদর্শন এবং প্রেমময় ছিল যে তার মা তাকে কেবল নীল নদে ফেলে দিতে পারেনি। তাই তিনি তাকে লুকিয়ে রেখে তিন মাস চুপচাপ লালন-পালন করলেন। তবে শিশুর আর্তনাদ আরও জোরে এবং শক্ত হয়ে উঠল যে সে আর তাকে আড়াল করতে পারল না।



95Page



96Page



97Page

মাঃ প্রভু, দয়া করে আমাদের সন্তানকে সুরক্ষিত রাখুন।
বক্তাঃ সন্তানের মা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার জন্য একটি পেপাইরাস ঝুড়ি পেয়েছিলেন এবং তাতে টার এবং পিচ দিয়ে প্রলেপ দিল সেটি দিয়ে যাতে জল প্রবেশ না করে। তারপরে তিনি শিশুটিকে ঝুড়িতে রাখলেন এবং নীল নদীর তীরবর্তী ঝর্ণার মধ্যে রাখলেন।

বক্তাঃ সন্তানের বোন, যার নাম মরিয়াম, তার কী হবে তা দেখার জন্য দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল। শিশুটিকে ধারণ করা ঝুড়ি নদী ভ্রমণ করেছিল এবং সেই জায়গায় পৌঁছেছিল যেখানে ফরৌণের মেয়ে স্নান করছিল। ফরৌণের মেয়ে ঝুড়ির মধ্যে ঝুড়ি দেখেছিল

রাজকুমারীঃ আমার কাছে সেই ঝুড়িটা আনো। আহা! এটি একটি ইব্রিয় বাচ্চাদের মধ্যে একটি! আমাদের কি করা উচিত?

বক্তাঃ তখন মরিয়ম দৌড়ে গেল ফরৌণের কন্যার কাছে।

মিরিয়ামঃ রাজকন্যা, আমি কি আপনার জন্য এই শিশুটির যত্ন নেবার জন্য এক্তি হিব্রু মহিলার একজনকে নিয়ে আসব?

রাজকুমারীঃ তুমি কি পারবে? ঠিক আছে, যাও।

বক্তাঃ মরিয়ম আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

মিরিয়ামঃ মা! ফরৌণের কন্যা আমাদের শিশুকে খুঁজে পেয়েছে এবং সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য কাউকে খুঁজছে। মা, আপনার যাওয়া উচিত।

মাঃ কি? এটা কি সত্যি? ওহ পালনকর্তা! রাজার প্রশংসা করা!

বক্তাঃ সন্তানের মা ছুটে গেলেন যেখানে ফরৌণের মেয়ে ছিল। কিন্তু সে ভান করল যে সে শিশুটিকে চেনে না।

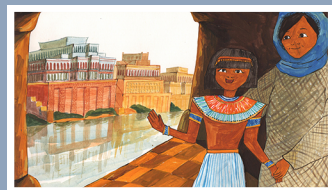
রাজকুমারীঃ এই বাচ্চাটি নিয়ে যান এবং তাকে আমার জন্য লালনপালন করুন।

মাঃ আচ্ছা রাজকুমারী, অবশ্যই

বক্তাঃ এবং তাই এইভাবে ঈশ্বর শিশুটিকে তার মায়ের বাহুতে বাড়াতে সাহায্য করেছিলেন।

বক্তাঃ ফরৌণের কন্যা সন্তানের নাম রেখেছিল মোশি যার অর্থ "আমি তাকে জল থেকে টেনে এনেছি"। মোশি একজন শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যকর সন্তান হয়ে বেড়ে উঠল। তাঁর মা যখন তার বোঝার বয়স হয়েছিল তখন তাকে সব সত্য বলে দিল।

মাঃ তুমি ফরৌণের মেয়ের পুত্র তবে তুমি একজন ইস্রায়েলীয়।
অতএব, তুমি প্রাসাদে বাস করলেও ইস্রায়েলের লোকদের কষ্ট ভুলে যাবেন না।



98Page



99Page

বক্তা: তাঁর মা মোশিকে ঈশ্বরের সেবা করতে শিখিয়েছিলেন। মোশি অন্যান্য রাজকন্যাদের সাথে ফরৌনের মেয়ের পুত্র হিসাবে প্রাসাদে বাস করতেন। তিনি শিক্ষিত হয়ে বড় হয়ে উঠলেন এক দুর্দান্ত যুবক।

.....

বক্তা: বহু বছর পরে, ঈশ্বর মোশিকে ইস্রায়েলীয়দের একজন মহান নেতা হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে মোশি ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে এনে তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনলেন।

দাস: আমরা অবশেষে মুক্ত! আমরা আর দাস নই!

বক্তা: ইস্রায়েলীয়রা আনন্দিত হয়েছিল। তারা মোশির সাথে সাহসের সাথে চলল। ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকদের মিশরে তাদের কষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়রা এখন ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁর লোক হিসাবে বেঁচে থাকতে স্বাধীন ছিল।